জয়ন্ত রায়
মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

বিপ্লবের স্বাক্ষর
মাধ্যম: কার্টিজে ওয়েল প্যাস্টেল কালার
মাপ: ১১″ X ১৬″

সাইমা বিনতে আহসান

গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

বাংলাদেশের ইতিহাসে একাত্তরের পর "জুলাই আন্দোলন" এমন এক গণআন্দোলন যা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছিল আপসহীন। শুরুতে এটি কোটাবিরোধী আন্দোলন হলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তা আপামর জাতির সংগ্রামে পরিণত হয়। মূলত আমার শিল্পকর্ম" আপসহীন জুলাই" এ তরুণ সমাজের বীরদের দিপ্তীময় সংগ্রামের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। রক্ত ঝরেছে, প্রাণ হারিয়েছে তবুও মাথা নামায়নি। এই তরুণেরা যেন আবার রক্তঝরা এই সংগ্রামের পর জাতির জন্য নতুন এক তেজস্বী সূর্যের আলোয় পাইয়ে দিয়েছে নতুন এক বাংলাদেশ।

আপসহীন জুলাই

মাধ্যম: জলরং
মাপ: ২২" X ৩০"

পূর্ণতা মাহজাবিন
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

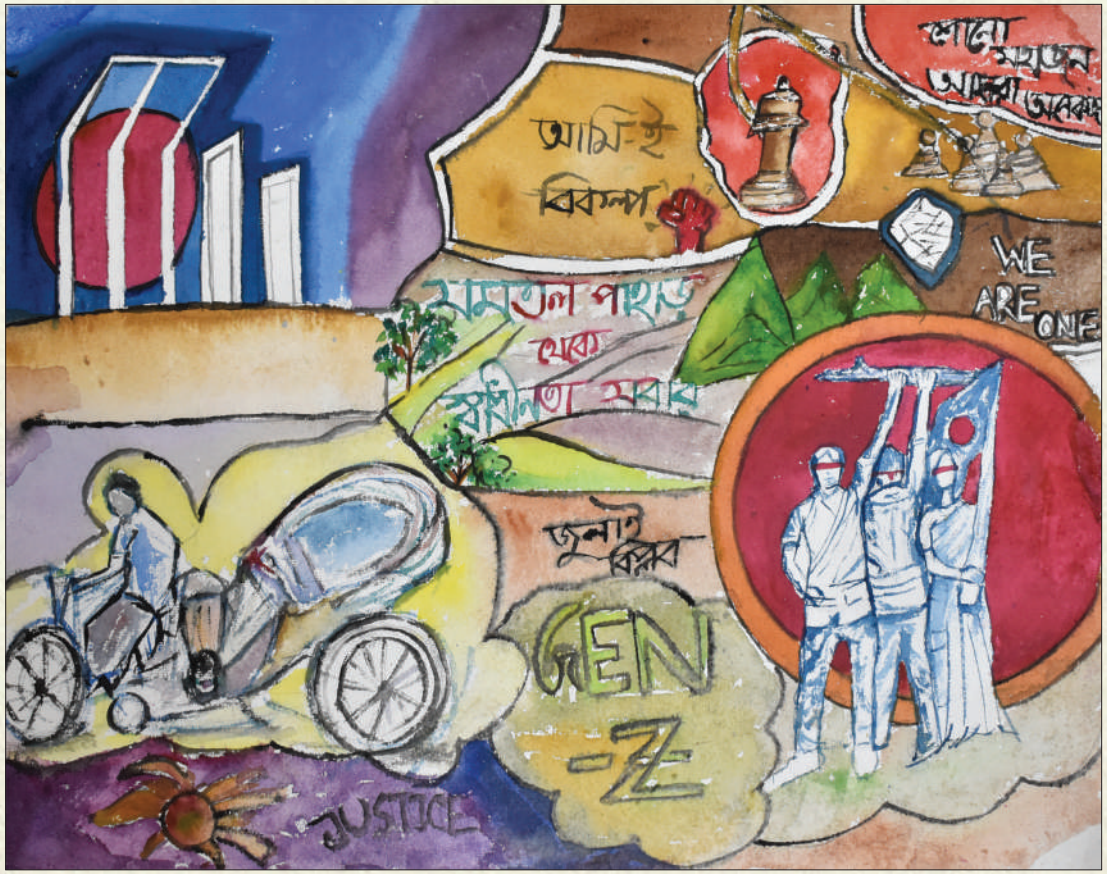

জুলাই আন্দোলন
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১১″ X ১৫″

রক্তক্ষয়ী জুলাইয়ের প্রতিদিন

হুমায়রা তাবাসসুম সাবা
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪

জলরং-এ আঁকা প্রতীকী চিত্রটি "রক্তে লেখা জুলাই ২৪" কে উপস্থাপন করে। এটি সেই ভয়াবহ সময়ের স্মারক, যখন রক্তের দামে আমাদের ওপর নীরবতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।
এই প্রতীকী ছবিতে ঢাকা চোখ ও বাঁধা মুখ বলে দেয় যে সত্যকে আড়াল করা যায়, কিন্তু মুছে ফেলা যায় না। লাল-সবুজের ভেতর লুকিয়ে থাকা এই বেদনা শুধু কারও একার নয় এটি পুরো জাতির ক্ষত। শুধু একটি সময় নয় এটি ছাত্র থেকে শুরু করে পরবর্তীতে জনতার সাহস, রক্তাক্ত প্রতিরোধ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা জাতিগত চেতনার প্রতীক।

রক্তে লেখা জুলাই ২৪
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১৪" X ১৬"

জুবাইদা যোহরা সাদিয়া
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

শিল্পকর্মটি আলোচিত জুলাই আন্দোলনের একখণ্ড স্মৃতি। এতে ত্যাগ, উৎসাহ, প্রতিরোধ, পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

জলরং-এ জুলাই
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১৭″ X ২২″

মোছা. ফারজানা ইসলাম মেঘনা
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

জুলাই স্মৃতি
মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১১" X ১৬"

শামীম হোসেন
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

শিল্পকর্মটিতে জুলাই বিপ্লবের জনজাগরণ ও আত্মত্যাগের প্রতীকী রূপ ফুটে উঠেছে। অগণিত মানুষের ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে আসা সাহসী কণ্ঠ ও পতাকা নতুন সম্ভাবনা, প্রতিবাদ এবং পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।

উত্থান
মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১১″ X ১৬″

মাহবুবা জোয়ারদার
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

চব্বিশের জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতার উত্তাল আন্দোলন যখন সব বিভেদ ভুলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 'এক দফা' দাবিতে রূপ নিয়েছিল, এই চিত্রকর্মটি সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটিকেই তুলে ধরা হয়েছে। অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ আর রাজপথের লড়াইয়ের মাধ্যমেই আমরা বিজয়ের শিখরে পৌঁছেছি। দিনশেষে এই বিশাল জনসমুদ্রের প্রতিবাদই যে খুনি এবং স্বৈরাচারকে বিতাড়িত করেছে, এটিই আমার ছবির মূল উপজীব্য। আর পেছনের রক্তিম সূর্যটি এই দেশের এক নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং জনগণের অদম্য শক্তির প্রতীক।

১ দফা
মাধ্যম: ক্যানভাস পেপারে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৪″ X ২৪″

জিমিয়া আবেদীন জিশা
গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

জুলাই আন্দোলনে এক যোদ্ধার মৃতপ্রায় অবস্থায় মানবিকতার জয়। অসহায় রিকশাচালক নিজের জীবন বাজি রেখে মৃত্যপ্রায় মানুষটিকে বাঁচানোর চেষ্টা।

জুলাই যোদ্ধা
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১৫″ X ২২″

মো. ফুয়াদ হোসেন
গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

জুলাই: উত্থান-রক্ত-বিজয় একটি ভাবনাধর্মী ও প্রতীকনির্ভর শিল্পকর্ম, 'জুলাই' উত্তাল সময়ের চিহ্ন, যখন নিপীড়নের বিপরীতে প্রতিরোধের ভাষা জন্ম নেয়। উত্থানের সাহস, রক্তের ত্যাগ এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়, যার মাধ্যমে মানুষের আত্মমর্যাদা, অধিকার ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই শিল্পকর্মে রক্তাক্ত নদীমাতৃক বাংলায় দগ্ধ কাঠের স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে এক কঠিন বাস্তবতার সাক্ষী হয়ে। পেরেকবিদ্ধ কালো কাঠ নিপীড়িত মানুষের উত্থিত সাহস, সংগ্রাম ও নিচে ছড়িয়ে পড়া লাল রং রক্ত এবং ত্যাগের প্রতীক, যা সংগ্রামের নির্মম মূল্যকে স্মরণ করায়। স্তম্ভের শীর্ষে থাকা স্বর্ণাভ পাখিটি প্রতিরোধের মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া আশার ইঙ্গিত—দগ্ধতার ভেতরেও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

জুলাই: উত্থান-রক্ত-বিজয়
মাধ্যম: মিশ্রমাধ্যম
মাপ: ৯.৫″ X ৮″ X ১১.৫″

লিমা সরকার
এগ্রোনোমী এন্ড এগ্রিকালচারাল
এক্সটেনশন বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

মজুরের হাতেই ইতিহাসের সম্মান
মাধ্যম: অয়েল প্যাস্টেল
মাপ: ১০″ X ১২″

জুলাই আন্দোলনরত মুক্তিকামী ছাত্র জনতাকে দেখে আত্মবিশ্বাস আর সগর্বে স্ফীত হয়ে রিকশাচালকের সম্মান প্রদর্শন

তাপস দেবনাথ
মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

এই শিল্পকর্মটি কোটা আন্দোলন ও জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তুলে ধরা হয়েছে।

জুলাই বিপ্লব
মাধ্যম: প্যাস্টেল রং
মাপ: ১১″ X ১৫″

নিগার সুলতানা এ্যানি
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

প্রতিঘাত
মাধ্যম: কাগজে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১০″ X ১২″

মুন্নি প্রামাণিক
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮

"বুকের ভেতর তুমুল ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর।"

জুলাই বিপ্লব ঐতিহাসিকভাবে দেশকে পুনঃউদ্ধারের জন্য বাঙালির বিশ্বাস, সাহস, জীবন উৎর্সগ, আত্মত্যাগ; যা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

শহীদাত্ব
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ৩০″ X ৩৬″

আতিকুল হাসান
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

শিল্পকর্মটি জুলাই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে ধারণ করে। আন্দোলনের দিনগুলোতে যে শোক, ক্ষোভ আর প্রতিবাদের ঢেউ মানুষকে একত্র করেছিল তাই এখানে পেয়েছে। অসংখ্য হাতের ওপর ভর করে থাকা শহীদ অবয়বটি দেখায়, কীভাবে জুলাই আন্দোলনের প্রতিটি আত্মত্যাগ জনগণের সম্মিলিত দায়িত্ব ও চেতনার অংশ হয়ে উঠেছিল। আবছা মুখগুলো সেই অগণিত মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা নামহীন হলেও ইতিহাসের অংশ। কেন্দ্রে জাতীয় পতাকায় মোড়ানো শহীদ অবয়ব জুলাই আন্দোলনের সর্বোচ্চ ত্যাগ, সাহস ও ঐক্যের প্রতীজ্ঞা আমাদের ন্যায় ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণা জোগায়।

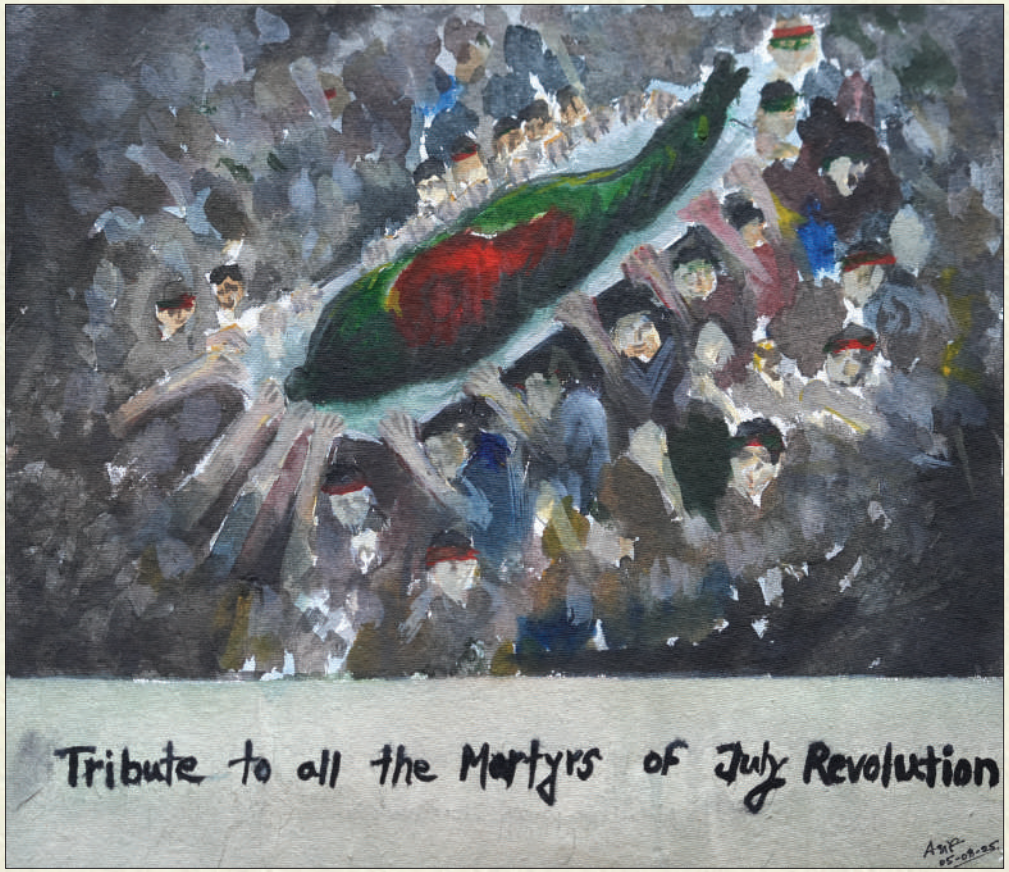

স্বাধীনতার ভার
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১০″ X ১১″

অর্পিতা বসাক
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

চিত্রটিতে ক্ষমতার পতনকে দেখানো হয়েছে। এখানে দাবার গুটি, মানুষের প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত। দুর্বলদের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা যে ক্ষমতাবানকে পরাজিত করা সম্ভব তার-ই প্রতিফলন এই চিত্রটি। পায়রাটি এখানে শান্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

বৈভবের পতন
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৮″ X ২২″

আছিয়া খাতুন
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

চিত্রকর্মটি একটি দেশ, তার স্বাধীনতা এবং চরম সংকটের মুখে টিকে থাকার এক কালজয়ী সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে দেশমাতার প্রতীকী এক নারীমূর্তি, যার একমাত্র রক্ষাকবচ হলো একটি লাল-সবুজ পতাকা, যা আমাদের সার্বভৌমত্ব ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক।

এ চিত্রের নারী কেবল একজন ব্যক্তি নন, বরং তিনি নির্যাতিত স্বদেশের প্রতিচ্ছবি। তিনি তাঁর লজ্জা নিবারণ এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে স্বাধীনতার পতাকাকে শরীরের সাথে জড়িয়ে রেখেছেন। এটি নির্দেশ করে যে, একটি জাতির সম্মান এবং তার স্বাধীনতা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

অন্যদিকে, শকুন অশুভ শক্তি কিংবা স্বৈরাচারী শাসনের প্রতীক। শকুনের এই হিংস্র থাবা কেবল নারীটির বস্ত্র হরণের চেষ্টা নয়, বরং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মানচিত্র ও পতাকাকে ছিনিয়ে নেওয়ার এক নগ্ন আস্ফালন।

চিত্রটিতে শকুনের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে নারীটির প্রাণপণ লড়াই ফুটিয়ে তোলে সাধারণ মানুষের হার না মানা মানসিকতা। একদিকে যখন শোষক-গোষ্ঠী স্বাধীনতার চেতনাকে ধূলিসাৎ করতে চায়, অন্যদিকে দেশপ্রেমিক জনতা নিজের সর্বস্ব দিয়ে সেই পতাকাকে আগলে রাখার চেষ্টা করে।

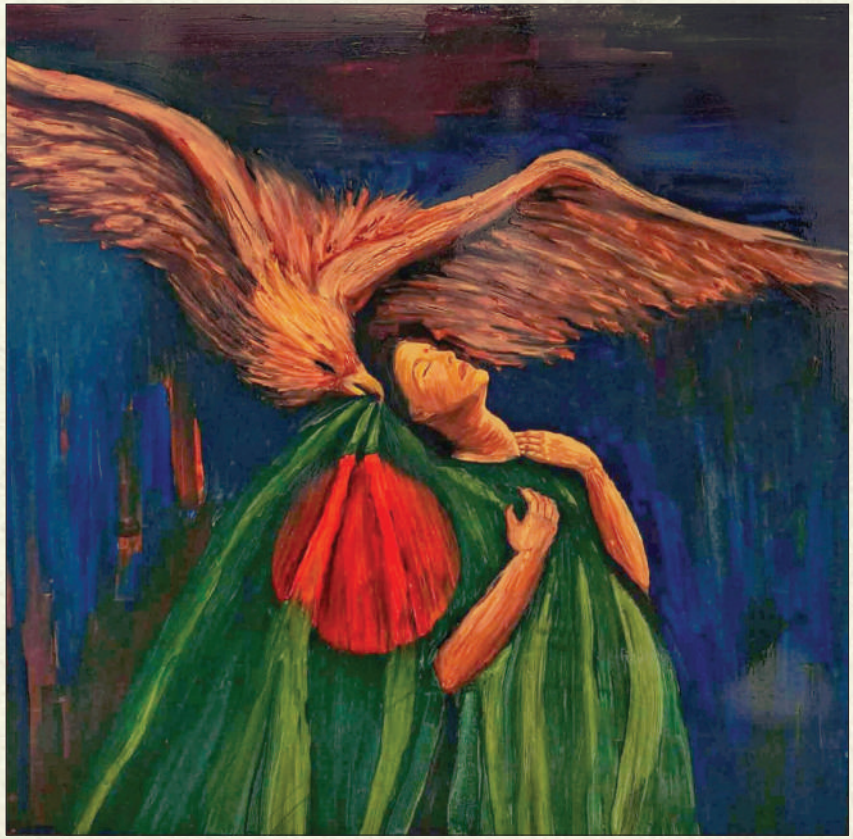

অস্তিত্বের লড়াই
মাধ্যম: পিভিসি বোর্ডে প্রেস ইঙ্ক
মাপ: ২০″ X ২০″